সংবাদ

001

তারিখ ... ২.২.৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫ ...

একটি ব্যতিক্রমী প্রকাশনা

হাসান ফেরদৌস

মহামানুষদের আবির্ভাব ও তিরোধানের সাথে কি কোন সাইক্লিকাল যোগাযোগ আছে? সময় বা যুগের সাথে যে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এমন কি শতাব্দীর সাথেও হয়তো তেমন একটা চক্রাকার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা যায়। কিন্তু কোন বছর বা কোন সংখ্যার সাথে তেমন যোগাযোগ আছে কি? প্রশ্নটা উত্থাপন করা হয়েছে রসচ্ছলেই, ইউনেস্কোর মাসিক প্রকাশনা 'ইউনেস্কো কুরিয়ার'-এর অক্টোবর ১৯৮৩-র সংখ্যাটিতে। ব্যাখ্যা স্বরূপ শুধুমাত্র ৮৩ সংখ্যাটিকে উপস্থিত করা হয়েছে।

কাকতালীয় মনে হতে পারে, কিন্তু 'কুরিয়ারের' এই সংখ্যাটিতে ছ'জন অসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যাদের জন্ম বা মৃত্যু এই ৮৩ সংখ্যাটির সাথে যুক্ত। এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন ব্যক্তিটি হচ্ছেন মার্টিন লুথার যার জন্ম ১৪৮৩। সবচেয়ে নবীনতম ব্যক্তিটি হচ্ছেন ফ্রানজ কাফকা যার জন্ম ঠিক চারশ' বছর পর ১৮৮৩ সালে। বাকি চারজন হচ্ছেন লেনার্ড ইউলার (মৃত্যু ১৭৮৩), স্তাঁধাল (জন্ম ১৭৮৩), রিচার্ড ভাগনার (মৃত্যু ১৮৮৩), কার্লমার্ক্স (মৃত্যু ১৮৮৩) এবং খলিল জিবরান (জন্ম ১৮৮৩) কুরিয়ারের অক্টোবর ১৯৮৩ সংখ্যাটি পুরোপুরি নিবেদিত এই ক'জন যুগস্রষ্টা মহাপুরুষদের নিয়ে।

এদোয়ার গ্লিসান সম্পাদিত এই পত্রিকাটি জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত সংস্থা বা ইউনেস্কোর একটি মাসিক মুখপত্র। ইংরেজী ও ফরাসীসহ পৃথিবীর মোট ২৭টি ভাষায় এটি প্রকাশিত হয়ে থাকে। অজ্ঞাত কারণে বাংলায় প্রকাশিত না হলেও 'কুরিয়ার' হিন্দী, তামিল, উর্দ, এমন কি সোয়াহিলি ভাষাতেও প্রকাশিত হয়ে থাকে। গেল বছর ইউনেস্কোর মহাপরিচালক আমাদু মাহতার মবো'র ঢাকা সফর কালে একবার কথা উঠেছিলো পত্রিকাটি বাংলাতে প্রকাশনার। কিন্তু তারপর এ নিয়ে কিছু হয়নি। আন্তঃসরকারী সংস্থা হওয়ায় এদেশের সরকারের তরফ থেকে তাগিদ না পেলে এবং তার জন্যে যথেষ্ট সমর্থন না জুটলে মনে হয় না পত্রিকাটি বাংলায় প্রকাশিত হতে পারবে। তাছাড়া ইউনেস্কোকে নিয়ে এখন যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তাতে তেমন সম্ভাবনা আরো দুরায়ত্ত হয়ে পড়ছে।

তবে এ বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই, পত্রিকাটি অসাধারণ। কেবল বিষয় নির্বাচন ও তার অসাধারণ উপস্থাপনার জন্যেই নয়, উপস্থিত বক্তব্যের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যেও সাময়িকীটি উল্লেখযোগ্য। একটি নতুন অর্থনৈতিক ও তথ্য মাধ্যমের জন্যে সংগ্রামরত ইউনেস্কো তার তৃতীয় বিশ্ব ঘেঁষা মতাদর্শের জন্যে ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আরো কিছু পশ্চিমা দেশের উষ্মার কারণ হয়েছে। "ইউনেস্কো কুরিয়ারের" যে কোন সাম্প্রতিক সংখ্যা উল্টালেই তার এই প্রগতিশীল মনোভাবের স্পষ্ট প্রতিফলন পাওয়া যাবে। অক্টোবরের উল্লিখিত সংখ্যাটিতে কার্ল-মার্কসের ওপর দুটি লেখাও সে কথাই নির্দেশ করে।

যে ছ'জন ব্যক্তিত্বের উপস্থাপনা সংখ্যাটিতে রয়েছে সময় ও তাদের সৃষ্টির বিরাট ব্যবধান থাকলেও যে বিষয়টি এদের প্রত্যেককে একত্রিত করেছে তা হচ্ছে অসাধারণ প্রতিভা। নিজের সময়ে ও তার পরবর্তী বংশধরদের জীবন, চিন্তা ও বিশ্বাসে এরা প্রত্যেকেই তুলনাহীন প্রভাব ফেলেছেন। তাছাড়া যে জাতির প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যক্তিত্বই এরা হোন না কোন এদের প্রভাব এখন ভূগোলের সাধারণ সীমানা ছাড়িয়ে গেছে। তাঁদের বিশ্বব্যাপী আবেদনের কথা মনে রেখেই সম্পাদক সচেতনভাবে এমন সব লেখকের রচনা এখানে পত্রস্থ করেছেন যারা উপস্থাপিত ব্যক্তিত্বের স্বদেশবাসী নন, কিন্তু তার প্রভাব বলয়ের অন্তর্গত। প্রটেস্টান আন্দোলনের জনক জার্মানীর মার্টিন লুথার, যার জন্মের পাঁচশত বার্ষিকী গেল বছর ডিসেম্বরে পালন করা হলো বাংলাদেশেও, তার সম্বন্ধে লিখেছেন ফরাসী ধর্মতত্ত্ববিশারদ জ্যাকুই নোয়েল পেরেস। ফ্রানিজ কাফকা, সেই বিষণ্ণ ও একাকী চেক সাহিত্যিক, তার সম্বন্ধেও লিখেছেন একজন ফরাসী সাহিত্য বিশারদ মরিস নাজু। তবে লেবাননী কবি ও দার্শনিক, যার মিস্টিসিজম এখনো অসংখ্য মানুষের বিস্মিত আনন্দের উৎস, তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন মিসরীয় সমালোচক ও সমাজতত্ত্ববিদ ঘালি শুকরি। এই নির্বাচনটিও সচেতনভাবে করা হয়েছে। আরবী জীবন ও সাহিত্য ঐতিহ্যের সাথে অপরিচিত কারো পক্ষে বোধ হয় সম্ভব হতো না খলিল জিবরানের কাব্য প্রতিভাকে যথার্থভাবে অনুভব করার। অধ্যাপক শুকরি যা করেছেন। সুইস গণিতজ্ঞ ইউলারের ওপরও একই কারণে লিখেছেন একজন সুইস—সুইস আকাদেমী অব সায়েন্সের অন্যতম সদস্য এমিল এ, ফেলমান। তবে ফরাসী ঔপন্যাসিক স্তাঁধালকে নিয়ে লিখেছেন ইংরেজ অধ্যাপক হেমিংস এবং অমর জার্মান সঙ্গীতজ্ঞ ভাগনারকে নিয়ে লিখেছেন জাপানী বিশেষজ্ঞ মাসোরু ওয়াতানাবে। অন্য আরেকটি ব্যতিক্রম হচ্ছে কার্ল মার্কস। তাঁর মৃত্যুর একশ বছর পরেও যে লোকটি এখনো অন্য যে কোন জীবিত ব্যক্তির চেয়েও অধিক জীবিত সেই জার্মান দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ মার্কসকে নিয়ে লিখেছেন দু'জন। এদের একজন ফ্রান্সের খ্যাতনামা মার্কসবাদ বিশারদ অধ্যাপক জর্জ লাবিকা। অন্যজন সোভিয়েত রাশিয়ার নিকোলাই লাপিন। দুটি ভিন্ন ভিন্ন লেখা ছেপে মার্কসের গুরুত্বকে যেমন এখানে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়নের একজন খ্যাতনামা দর্শনশাস্ত্র বিশারদকে লিখতে আমন্ত্রণ জানিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার প্রতি সুবিচার করা হয়েছে।

লেখা ছ'টির কোনোটিতেই ঠিক জীবনী লেখা হয়নি, যদিও জীবনীকে বাদ দিয়েও তা লেখা হয়নি। প্রতিটি লেখকই সচেতনভাবে প্রমাণে সচেষ্ট ছিলেন কেন এই প্রতিভাধরেরা, যাদের কারো কারো জন্মের পর পাঁচশ বছর পর্যন্ত কেটে গেছে, এখনো কোনো তাঁদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তথ্য সমৃদ্ধ প্রতিটি লেখাই দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান দলিল ও ছবি সম্বলিত। যারা ভাগনার বা স্তাঁধাল, এমনকি মার্কস ও কাফকা সম্বন্ধে প্রচুর জানেন, তাদের জন্যেও জানার ও ভাবনার বেশ কিছু উপকরণ এর প্রতিটি লেখাতেই রয়ে গেছে।

ইউনেস্কো নিয়ে বর্তমানে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে। তাতে যোগ দেবার সুযোগ এখানে নেই, কিন্তু একথাটা বলা বোধ হয় অসংলগ্ন হবে না যে, কারো চাঁদা বন্ধের ফলে বা সদস্যপদ প্রত্যাহারের ফলে এই সংস্থাটি যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে সকলের জন্যেই তা হবে অপরিসীম লজ্জার কথা। শুধু "ইউনেস্কো কুরিয়ার" পড়েই বোঝা সম্ভব কি অসাধারণ যোগ্যতার সাথে সংস্থাটি তার কাজ সম্পাদন করে চলেছে! ইউনেস্কো-কে 'ইউনেস্কো কুরিয়ার'-কে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।